দৈনিক সংবাদ

তারিখ 16 MAR 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

C16

পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সাড়ে চার লাখ

আজ থেকে চারটি বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

চলতি বছরের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষা আজ থেকে দেশব্যাপী শুরু হচ্ছে। চারটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠেয় এই পরীক্ষায় ৪৯১টি কেন্দ্রে মোট ৪ লাখ ৪৯ হাজার ৩৪২ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেবে। এর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ১ লাখ ৩৭ হাজার ২১১। গত বছরের চেয়ে এবার পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার বেশী।

অন্যান্য বারের মত এবারো ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। এ বোর্ডের ১৩৮টি কেন্দ্র থেকে ৫২ হাজার ৮০ জন ছাত্রীসহ মোট ১ লাখ ৩৮ হাজার ৫৭৩ জন পরীক্ষা দিচ্ছে। কুমিল্লা বোর্ডের ১২১টি কেন্দ্রে ৩৫ হাজার ৬০৮ জন ছাত্রীসহ ১ লাখ ১৩ হাজার ৬৩৬ জন, রাজশাহী বোর্ডের ১৩২টি কেন্দ্রে ২০ হাজার ৭৮০ জন ছাত্রীসহ ১ লাখ ৭ হাজার ১৯ জন এবং যশোর বোর্ডের ১শ'টি কেন্দ্রে ২৮ হাজার ৭৪৩ জন ছাত্রীসহ ৯০ হাজার ১১৪ জন পরীক্ষার্থী রয়েছে।

দেশের বাইরে ঢাকা বোর্ডের অধীনে জেদ্দা, রিয়াদ, ত্রিপোলী, দোহা, আবুধাবী, কুয়েত ও লণ্ডনে পরীক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এসব কেন্দ্র থেকে ১০ জন ছাত্রীসহ মোট ৪০ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেবে।

গতবারের চেয়ে এবার মোট পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ১৩টি কম। সরকারী সূত্রে বলা হয়েছে, নকল প্রবণতা রোধের উদ্দেশ্যে এবার উপজেলা সদরের বাইরে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি দেয়া হয়নি। তবে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল, ক্যাডেট কলেজসহ উপজেলার বাইরে অবস্থিত বিশেষ বিশেষ জায়গায় যথারীতি পরীক্ষা কেন্দ্র

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

এস এস সি পরীক্ষা

(১ম পাতার পর)

রয়েছে বলেও একই সূত্রে বলা হয়েছে। পরীক্ষা আগামী ৩রা এপ্রিল শেষ হবে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার এক আদেশে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠানের স্বার্থে ঢাকা মহানগরীর ৪৯টি পরীক্ষা কেন্দ্রের ২শ' গজের মধ্যে একসাথে ৪ জনের বেশী লোকের জমায়েত ও চলাফেরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার থেকে ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলন

শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম গতকাল মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। তবুও তিনি এজন্য সর্বস্তরের মানুষ বিশেষ করে শিক্ষক ও পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সহযোগিতা কামনা করেছেন। নকল প্রবণতা রোধের জন্য প্রয়োজনবোধে জনসাধারণের সহযোগিতায় নকল প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, নকলের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতার থেকে শুরু করে চাকরিচ্যুত করা পর্যন্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, গ্রামাঞ্চলের পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল প্রবণতা বেশী। উপজেলা সদরের বাইরের পরীক্ষা কেন্দ্রে অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ যথাযথভাবে কার্যকর করা কঠিন হয়ে পড়ে, ফলে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। শিক্ষামন্ত্রী এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, এবার পরীক্ষায় নকল হবে না, একথা বলা যায় না তবে নকল কমিয়ে আনার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে। নকল প্রতিরোধের জন্য সম্প্রতি বিভিন্ন মহল যে উদ্যোগ নিয়েছে তাকে অভিনন্দিত করে তিনি বলেন, এটা শুভ লক্ষণ। গত বছর নকল করাসহ অন্যান্য অপরাধের দায়ে মোট ৮ হাজার এসএসসি পরীক্ষার্থী ও ৭ হাজার এইচএসসি পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার করে ১৯৯২ সালনাগাদ এসএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা হবে। সকল বেসরকারী স্কুল সরকারী করলে সমস্যা না কমে আরো বাড়বে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকারী প্রাথমিক স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে সরকারের অভিজ্ঞতা দুঃখজনক। তিনি জানান, প্রাইভেট টিউশনী থেকে শিক্ষকদের নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষাঙ্গনে সরকারীভাবে নৈরাজ্য সৃষ্টির অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের উপস্থিতি সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, স্বায়ত্তশাসন অর্জনের সাথে তা রক্ষা করার যোগ্যতাও অর্জন করতে হয়।